দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 OCT 1995
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

স্কুল-কলেজ খোলার হিড়িক

দেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা খোলার হিড়িক পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। অন্ততঃ জাতীয় দৈনিকগুলিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি হইতে সেইরকম ধারণাই পাওয়া যায়। গত বৃহস্পতিবার দৈনিক ইত্তেফাকের তৃতীয় পাতায় এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চগড়ের পাঁচটি ও টাঙ্গাইলের চারটি থানায় স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা খুলিবার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। পঞ্চগড়ের শিক্ষা বিভাগীয় সূত্রে জানা গিয়াছে যে, সেইখানে ইতিমধ্যেই দুই শতাধিক নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলিবার আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছে। টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর, গোপালপুর ও সখিপুরেও প্রায় একই চিত্র দেখা যাইতেছে বলিয়া প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রতিবেদনে যদিও মাত্র দুইটি জেলার চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে, বাস্তবিক এই একই চিত্র গোটা দেশের সর্বত্রই কমবেশী লক্ষণীয়। অভিযোগ রহিয়াছে যে, গোটা দেশে ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধানের মহতী ধারণাকে সাইনবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করিয়া উক্ত স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়িলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুর ব্যবসায়িক মনোভাব লইয়া উদ্যোক্তারা স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার 'খেলায়' মাতিয়াছেন। মূলতঃ শিক্ষা বিস্তার শিক্ষার মানোন্নয়ন বা ছাত্রভর্তি সমস্যা সমাধান ইহাদের উদ্দেশ্য নহে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইহাদের উদ্দেশ্য নানান ফাঁকফোকর ও দুর্নীতির মাধ্যমে স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসার জন্য সরকারী অনুমোদন ও অনুদান লাভ করা। সরকারী অনুমোদন ও অনুদানের জন্য এই সমস্ত উদ্যোক্তা নানান ফন্দি-ফিকির করিয়া থাকেন। যেমন আলোচ্য প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত বা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজে শিক্ষকের চাকুরী দিবার লোভ দেখাইয়া উদ্যোক্তারা বেকারদের নিকট হইতে মোটা অংকের 'ডোনেশান' আদায় করে এবং উক্ত অংকের একটা অংশ সংশ্লিষ্ট কিছু দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়া সরকারী অনুমোদনসহ সরকারী বেতন-ভাতা মঞ্জুরী করাইয়া লওয়া হয়। এইসব ক্ষেত্রে অনেক 'ডোনেশন' দাতাই কার্যক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হন। ইহাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারী অনুমোদন ও অনুদান-প্রাপ্ত এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নাই। অভিজ্ঞ শিক্ষকতো প্রায় ক্ষেত্রেই থাকে না, সেই সাথে পর্যাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী, পর্যাপ্ত পাঠদান কক্ষ, শিক্ষা সামগ্রী ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লাইব্রেরী ও বিজ্ঞানাগারের অপর্যাপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। অথচ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী অনুমোদন ও অনুদান লাভ করিবার জন্য আইন অনুযায়ী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই সমস্ত কিছুই থাকার কথা।

গোটা দেশ জুড়িয়া স্কুল-কলেজে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার মানোন্নয়নের বাস্তব প্রেক্ষাপটে নূতন নূতন স্কুল-কলেজ খোলার কার্যকর ও সৎ উদ্যোগকে আমরা অবশ্যই স্বাগত জানাই। কিন্তু শিক্ষার নামে নতন স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া ব্যবসা করা ও বেকারদের শোষণ ও প্রতারণা করা অবশ্যই কাহারো কাম্য হইতে পারে না। যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে আরো সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নূতন স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়ার পূর্বে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন পাবার যোগ্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার যে ম্যাকনিজম রহিয়াছে ইহাকে "দুর্নীতি মুক্ত" করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।